বিশ্বাসের দুঃখভোগে প্রকৃত বন্ধু

ইয়োব ২:১১-১৩

শয়তান মিথ্যা যুক্তিকে (ইয়োব বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে না, ১:৯; প্রাণের জন্য লোক সর্বস্ব দেয়, ২:৪) প্রমাণিত করতে ইয়োবের উপর অত্যাচার চালাবার অনুমতি ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছিল। সেই অনুমতিকে ১০০ ভাগ ব্যবহার করে শয়তান প্রথমে ইয়োবের পশুধন, দাস-দাসী ও সন্তানদের ধ্বংস করে; কিন্তু ইয়োব শয়তানের যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার পরিবর্তে, ঈশ্বর আরাধনা করে ও তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে এমন কথা বলে, ***"ঈশ্বর দিয়েছিলেন, ঈশ্বর নিয়েছেন; তাঁর নাম ধন্য হোক"*** (১:২১)। এরপর শয়তান ইয়োবের শরীরের উপর আক্রমণ চালায়, ইয়োবের সর্বাঙ্গ কুষ্ঠ ও গোদে পূর্ণ করে। এখানেই শেষ নয়, শয়তান ইয়োবের উপর মানসিক অত্যাচার চালাতে ইয়োবের স্ত্রীর মাধ্যমে ***"ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মহত্যা করতে"*** প্রণোদিত করে। কিন্তু এবারেও, ইয়োব শয়তানের যুক্তিকে ভুল প্রমাণিত করে এবং আবার ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, ***"আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, অমঙ্গল গ্রহণ করব না?"*** (২:১০)। ইয়োবের প্রতি শয়তানের এই অত্যাচারকে বর্তমান দিনে আমরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ক্ষতি, দৈহিক অসুস্থতা এবং দাম্পত্য কলহ হিসাবে চিন্তা করতে পারি। এমন মারাত্মক প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু ইয়োবের বিশ্বাস টলেনি।

কিন্তু শয়তান তাতেও হাল ছাড়ল না। ২ অধ্যায়ের শেষ অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শয়তান আরও একটি জোরালো অস্ত্র ব্যবহার করতে চলেছে; যদিও উপরে উপরে একে শয়তানের অস্ত্র হিসাবে চিনে নেওয়া বেশ কঠিন। জাগতিক বা দৈহিক অত্যাচারের দ্বারা ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাস যখন এক ইঞ্চি ও জমি ছাড়েনি, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ইয়োবের আত্মিক সম্পর্ককে ভেঙ্গে ফেলতে শয়তান ইয়োবের বন্ধু দের ব্যবহার করেছে। যদিও উপরে উপরে আমরা ইয়োবের বন্ধু দের দেখছি যে, তারা ইয়োবের দুর্দিনে ইয়োবের কথা স্মরণ করে, অনেক পথ অতিক্রম করে, ইয়োবকে সাহায্য করতে এসেছে; কিন্তু বাস্তবে তারা শয়তানের অস্ত্র হিসাবে ইয়েঅবের ঈশ্বর-বিশ্বাসের দূর্গে আঘাত হানতে চলেছে। আগামী অধ্যায়গুলিতে আমরা তাদের যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাদের বিষয় অনেক কিছু শিখব। ইয়োব যেহেতু তার ঈশ্বরকে জানত, তাই সে এত বিপর্যয়ের মধ্যেও ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার কথা চিন্তা করেনি। কিন্তু ইয়োবের বন্ধু দের প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল খুব সামান্য। তাই, তারা ঈশ্বরকে কেবল প্রতিফল দানকারী ব্যক্তি হিসাবেই চিন্তা করেছে। যে চিন্তা তাদেরকে ইয়োবের এই দুঃখ ও দুর্দশার পিছন নির্দিষ্ট পাপের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করতে বাধ্য করেছে। যদিও একথা সত্য যে, ইয়োব নিষ্পাপ ছিল না, কিন্তু ১ ও ২ অধ্যায়ের পটভূমিকা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, ইয়োবের কোনও নির্দিষ্ট পাপ এই দুঃখ ও দুর্দশার কারণ ছিল না। কিন্তু শয়তান ইয়োবের এই ৩ জন অবিশ্বাসী বন্ধু দের যুক্তি ও তর্ককে ব্যবহার করে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে টলাতে চলেছে। কারণ, তাদের যুক্তির দ্বারা ইয়োব যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চলেছে, তা হল, **"তবে, কেন এই দুঃখ-দুর্দশা?"**

১১ পদে বলা হয়েছে যে, ***পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তি*** (১:৩) ইয়োবের এই দুঃখ-দুর্দশার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে (আজকের দিনের ভাষায়, সংবাদ শিরোনামে পরিণত হয়েছে), এবং সেই কথা শুনে ইয়োবের ৩ জন প্রিয় বন্ধু ইলীফস, বিল্‌দদ ও সোফর এক পরামর্শ হয়ে তাদের বন্ধু র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ঠিক করল। নিঃসন্দেহে, ইয়োবের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ত্বের কারণেই ইয়োবের এই দুঃসময়ে তারা তার সঙ্গে শোক করতে *(to console)* ও তাকে সান্ত্বনা দিতে *(to comfort)* এসেছে। এখানে, শোক করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, "মাথা বা শরীরকে সামনে পেছনে দোলানো," যা হল দুঃখ ভাগ করে নেবার বাহ্যিক চিহ্ন। আবার, সান্ত্বনা দেবার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ কোনও দুঃখজনক ঘটনা বা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে গভীর ব্যথা তৈরি হয়, তার উপশম (উদা. ২শমূ ১২:২৪; যিশা ৬৬:১৩)। অর্থাৎ, ইয়োবের প্রতি তার বন্ধুদের ভালোবাসা খাঁটি, তারা ইয়োবের জন্য চিন্তা করে এবং ইয়োবকে সাহায্য করতেই তারা এসেছে। কিন্তু তাদের এমন মহান উদ্দেশ্যকেও শয়তান ব্যবহার করে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে শেষ আঘাত হানতে চলেছে। অদ্ভুত হলেও, একথা সত্য যে, যারা আমাদের সবথেকে বেশি ভালোবাসে, তারাই আমাদের জীবনে গভীরতম ক্ষত তৈরি করতে পারে। ইয়োবের বন্ধুরা যদিও ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, কিন্তু তারা তার সঙ্গে শত্রুতা বা বিরোধিতা তৈরি করার জন্যই ইয়োবের কাছে অবশিষ্ট ছিল।

তৈমন হল ইদোমের উত্তরাঞ্চল (যিহিষ্কেল ২৫:১৩); ফরাৎ নদীর মাঝামাঝি একটি স্থানকে শূহীয় বলে ধরা হয় এবং নামাথকে (নয়মা) কয়িনের বংশধর বলে মনে করা হয় (আদি ৪:২২), যার উত্তরশূরী সোফরের বাসস্থান বেইরূট ও দম্মেশকের যোগ সাধনকারী রাস্তার উপর ছিল বলে চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ, ইয়োবের বন্ধু প্রত্যেকে বেশ দূর দেশের লোক ছিল। এখন সেইসময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় দূত পাঠিয়ে একে-অন্যর সঙ্গে যোগাযোগ করা বা একসঙ্গে ইয়োবকে দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ কাজ ছিল না। ধরা যেতে পারে, ইয়োবের প্রতি এই দুর্দশা শুরু হবার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে তার বন্ধুরা ইয়োবের কাছে আসতে পেরেছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ইয়োবের বন্ধুদের যুক্তি থেকে আমরা যদিও তাদের যথেষ্ট সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু ইয়োবের দুঃখ ও ব্যথার দিনে ইয়োবের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা তার বন্ধুদের বাহবা দিতে বাধ্য।

কিন্তু বন্ধুরা যখন নিজেদের চোখে ইয়োবকে দেখল, তারা তাদের নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ইয়োবের কুষ্ঠ ও গোদ এমন বিকৃত, কুৎসিত আকার ধারণ করেছে যে, তার বন্ধুরা দূর থেকে তাকে দেখে চিনতে পর্যন্ত পারল না (১২ পদ)। তারা হয়তো নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছিল, এই কি তাদের বন্ধু ইয়োব, যে ছিল পূর্ব দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহান? একথা থেকে, আমরা যিশাইয় ভাববাদীর মুখে আমাদের প্রভুর বর্ণনাকে স্মরণ করতে পারি, ***"তাঁর এমন রূপ কি শোভা নেই যে, তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি; এবং এমন আকৃতি নেই যে, তাঁকে ভালোবাসি"*** (যিশা ৫৩:২)। ইয়োবের পরিস্থিতি দেখে তার বন্ধুরা এতখানি স্তম্ভিত হয়েছে যে, তারা ইয়োবের প্রতি এমন ব্যবহার করেছে, যা একজন মৃতের প্রতি করা হয়ে থাকে। ১২ পদে বলা হয়েছে, ***"তারা চিৎকার করে কাঁদল, প্রত্যেকে নিজের নিজের কাপড় ছিঁড়ল, এবং নিজেদের মাথায় ধূলো ছড়াতে লাগল।"*** তাদের এমন আচরণকে আমরা ইয়োবের প্রতি তাদের শেষকৃত্য সম্পাদন করার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কারণ, তারা যা করেছিল, তা কারোর মৃত্যুতেই লোকেরা করে থাকত। এর থেকে খুবই স্পষ্ট যে, ইয়োবের বন্ধুরা ইয়োবকে এতখানি ভালোবাসত যে, তারা নিজেদের চোখে ইয়োবের এমন কষ্ট আর দেখতে পারছিল না, তারা গভীর ভাবে শোকাহত।

অবশেষে, তারা ইয়োবের সঙ্গে মাটিতে বসে ৭দিন ও ৭রাত কাটালো, কেউই তাকে কোনও কথা বলতে পারল না (১৩ পদ)। ইয়োবের বন্ধুরা তার এমন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখে এতখানি মর্মাহত হয়েছিল যে, যদিও তারা ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল (১১ পদ), কিন্তু তাদের কাছে সান্ত্বনার কোনও ভাষা অবশিষ্ট ছিল না। ৭দিন ধরে এইভাবে শোক প্রকাশের দ্বারা ইয়োবের জন্য তাদের দুঃখের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে; কারণ, সাধারণত কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মৃত্যুতে ৭দিন ধরে শোক প্রকাশ করা হত (আদি ৫০:১০; ১শমূ ৩১:১৩)। তারা যদিও ইয়োবকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে এসেছিল, কিন্তু বন্ধু হিসাবে বন্ধুর এমন দুর্দশার দিনে নীরব উপস্থিতিই বুদ্ধিমানের কাজ। তাদের সেই নীরব উপস্থিতির দ্বারা যে সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছিল, তা হাজার কথার থেকে অনেক বেশি উপকারী ছিল।

অবশ্য, তাদের এই নীরবতার অন্য ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। এত দূর পর্যন্ত ইয়োবের প্রতি তার ৩জন বন্ধুর আচরণ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তাদের কথা বা যুক্তির মধ্যে তাদের যে পরিচয় পাই, তাতে এত দূর পর্যন্ত তাদের আচরণের যথার্থতাকে

আমরা প্রশ্ন করতে পারি। তারা যদিও মহৎ অভিপ্রায়ে ইয়োবের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারাই আবার ইয়োবের বিশ্বাসকে ধবংস করতে শয়তানের অস্ত্র হয়ে কাজ করেছিল। তাই, তারা যখন ৭দিন ধরে ইয়োবের সঙ্গে নীরবে কাটিয়েছিল, তখন তারা কী চিন্তা করেছিল বলে আমরা মনে করতে পারি? সহজেই ধরা যেতে পারে, তারা এইসময় যে সমস্ত কথা চিন্তা করেছিল, সেই সমস্ত চিন্তাই ইয়োবের সঙ্গে তাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছিল। তারা মনে মনে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, ইয়োব এমন কোনও মারাত্মক পাপ করেছে যে, ঈশ্বর বাধ্য হয়ে তাকে এমন কষ্ট দিয়েছেন। এই চিন্তায় তাদের হৃদয় ইয়োবের বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছিল। যদিও তারা ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে, কিন্তু তারা তাদের মনে মনে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে যে, ইয়োব তার পাপের ফল ভোগ করছে। এমন উপলব্ধিই ইয়োবকে সান্ত্বনা দান থেকে তাদের বিরত করেছে। তাই, তারা নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছে; তারা ঠিক করে উঠতে পারছে না, কীভাবে ইয়োবকে তাদের মনের কথা বলবে।

আমরা যখন বিভিন্ন দুঃখ ভোগ করি, তখন আমরা আমাদের পাশে কোন বন্ধু কে আশা করি? ইয়োবের বন্ধু দের কথা বলতে গিয়ে একজন এমন মন্তব্য করেছেন, *"বন্ধু রা যদি এমন হয়, তাহলে, তোমার কোনও শত্রুর প্রয়োজন নেই।"* কিন্তু ইয়োব পরে এমন সাক্ষ্য দিয়েছে, ***"আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলোর উপরে উঠে দাঁড়াবেন"*** (ইয়োব ১৯:২৫)। ইলীফস, বিল্‌দদ ও সোফর কেউই ইয়োবের প্রকৃত বন্ধু ছিল না। কিন্তু ইয়োবের এই সমস্ত দুর্দশার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় যে প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, তিনি আমাদের প্রভু যীশু ছাড়া আর কেউ নন। এই সমস্ত দুর্দশার দ্বারা অর্থ-সম্পত্তি, সন্তান-পরিবার, বা যশ-খ্যাতি হারালেও ইয়োব তার মুক্তিকর্তাকে হারায়নি; তিনিই ইয়োবের জীবনে সবথেকে প্রকৃত সম্পদ। ইয়োব তার মৃত সন্তানদের প্রতি তার চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করেনি, কিন্তু জীবিত মুক্তিদাতার প্রতি কেন্দ্রীভূত করেছে। ইয়োব নিজের জীবনে এই প্রকৃত বন্ধুর উপস্থিতি সম্বন্ধে চরম নিশ্চিত ছিল, তাই সে বলেছিল, ***"আমি জানি।"*** ইয়োব তার জীবনে এই প্রকৃত বন্ধুকে জানত; তাই তার দুর্দিনে তার বন্ধুরা তার প্রতি যত না বন্ধুত্ব দেখিয়েছে, ইয়োব তাদের প্রতি অনেক বেশি বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেছে। তাই, ইয়োব পুস্তকের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই, ইয়োব তার ৩ বন্ধুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করেছে (৪২:৭-১০)। আমরা কি আমাদের দুঃখভোগ কালে আমাদের প্রকৃত বন্ধু র উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত? এই পুস্তকে, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমার প্রতি কেমন এমন ঘটেছে, তা নয়; কিন্তু আমি এই পরিস্থিতিতে কীভাবে বিশ্বাসে স্থির থাকব?

অন্য দিকে, সেদিন যদি আমরা ইয়োবের বন্ধু হয়ে তার কাছে উপস্থিত হতাম, আমরা কী করতাম? কিংবা আজ যখন আমাদের কোনও বিশ্বাসী বন্ধু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, আমরা কীভাবে তার সঙ্গে শোক করতে পারি বা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারি?

- প্রথমত, আমরা যেন কখনও তার এই দুঃখভাগকে পাপের পরিণাম বলে চিন্তা না করি।
- দ্বিতীয়ত, বেশি কথা বলার থেকে নীরব প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান যাচ্ঞা করা (যাকোব ১:৫) বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- তৃতীয়ত, পার্থিব সাময়িক দুর্দশার পরিবর্তে আমরা অনন্ত স্বর্গরাজ্যের উপহারের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।
- চতুর্থত, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততাকে স্মরণ করতে বলতে পারি, যখন তিনি আমাদের জন্য নিজের পুত্রকেও পর্যন্ত আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করেছেন (২করি ৫:২১)।
- পঞ্চমত, তাকে বলতে পারি যে, সেই প্রথম নয়, তার আগে তার মতো অনেকেই এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

প্রবাদ বাক্যে আছে, **"কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কীসে, কভু আসি বিষে দংশেনি যারে।"** ইয়োবের দুঃখ-দুর্দশার গভীরতা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু ইয়োবের জীবন থেকে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব, তা হল, ইয়োবের নিজের জীবনকে অনন্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল। ইয়োব তার মুক্তিদাতাকে জানত। আমরা কি তাঁকে জেনেছি?